দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 5 ...

102

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে ভিসিও ছাত্রদের বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

রোববার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসীন হল এলাকায় দু-দল ছাত্রের সংঘর্ষের পর গতকালও ক্যাম্পাসে কয়েক দফা গোলাগুলি ও বোমা বিস্ফোরিত হয়। নতুন করে কোন সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়নি। তবে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। রোববার রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাংগঠনিক

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদের বৈঠক

(৮-এর পৃঃ পর)

সম্পাদক মহসীন হলের আবাসিক ছাত্র আনাউল হক নাম হলে প্রবেশ করতে গেলে তার ওপর গুলি বর্ষণ করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর গতকাল বিকালে হল-সমূহের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে তিনি বিবদমান ছাত্র গ্রুপের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

মহসিন হলের ৩৫৫ নম্বর কক্ষটির দখল নিয়ে রোববার মধ্যরাতে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। একদল ছাত্র হলের ভেতরে এবং অপর পক্ষ হলের মূল ফটকের বাইরে অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় হলের মূল গেট বন্ধ ছিল। এই সময় বোমাবাজি ও গুলির শব্দে হলের আবাসিক ছাত্ররা এবং আশপাশের লোকজন আতংকিত হয়ে পড়েন। প্রায় দু'ঘন্টা সংঘর্ষ চলে। রাত সাড়ে বারটার দিকে একদল পুলিশ মহসীন হল গেটে উপস্থিত হলে সংঘর্ষ থেমে যায়। হলের প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানান, এ পর্যায়ে বিবদমান ছাত্ররা হল এবং হল এলাকা ত্যাগ করে। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর পুলিশ হল এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এর কিছু সময় পর বিবদমান ছাত্রদলের একটি দল মহসীন হলে প্রবেশ করে হল গেটে অবস্থান নেয়।

গতকাল সকালে হল এলাকায় কয়েক দফা গুলির শব্দ এবং বিকালে বোমা বিস্ফোরিত হয়। অনেককে সশস্ত্র অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় বলে খবর পাওয়া গেছে।

বিকালে প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক সভায় ক্যাম্পাসে বিরাজমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার সিদ্ধান্তে বলা হয় শিক্ষা ও অস্ত্রের সহ-অবস্থান অসম্ভব। তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হোক। সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন দু'ঘন্টা করে হলের পরিস্থিতি নিয়ে হলের ছাত্র ও হল প্রশাসনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিসির বাসভবনের সামনের এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

এ বৈঠকের পর পরই ভারপ্রাপ্ত ভিসি বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ভিসিকে তাদের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

রাতে বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ বিভাগ থেকে টেলিফোনে জানানো হয়ঃ ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিরোধ এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সংযম ও ধৈর্য রক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল মহলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রমজান ও ঈদুল ফিতরের দীর্ঘ ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মাত্র চারদিন আগে রোববার রাতে হল এলাকায় সংঘর্ষ হলো। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা।